RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ৪ এপ্রিল - ১৭ এপ্রিল, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 29, Issue: 7, Cooch Behar, Friday, 4 April - 17 April, 2025, Pages: 8, **Rs. 3**

হিরন্ময় গোস্বামীর উপরে হামলার প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজের উপর দুষ্কৃতী হামলার প্রতিবাদে কোচবিহার শহরে প্রতিবাদ মিছিল করলো সনাতনী নাগরিকরা। ২ এপ্রিল বুধবার বিকেলে কোচবিহার ধর্মতলা থেকে মিছিল শুরু হয়। এদিন ওই মিছিলটি কোচবিহার শহরের একাধিক রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিলের আয়োজকরা জানান, তমলুক আশ্রমের সন্ন্যাসী হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজকে ঘাটালের রঘুনাথপুরে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শক্তিপদ মান্না। তাঁর বাড়িতে কয়েকদিন ধরে নাম সংকীর্তন, ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। হিরণ্ময় মহারাজকে ভগবদ্গীতা পাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। গত সোমবার বিকালে সেই পাঠ শেষের পর সন্ধ্যা নাগাদ এক শিষ্যকে নিয়ে গ্রাম ঘুরতে বেড়িয়েছিলেন মহারাজ। অভিযোগ, ওই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী হিরণ্ময় মহারাজ ও তাঁর শিষ্যর উপর হামলা চালায়। মারধরের পাশাপাশি সন্ন্যাসীর চুল, দাড়ি কেটে দেওয়া হয়। তাঁকে ওই অবস্থায় ফেলে চলে যায়। এদিকে দীর্ঘক্ষণ হিরণ্ময় মহারাজকে না দেখে খোঁজ শুরু করেন শক্তিপদবাবুর পরিবারের লোকজন। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা গ্রামের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন মহারাজকে। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। মহারাজের উপর হামলার প্রতিবাদে ও দোষীদের গ্রেফতরের দাবিতে কোচবিহার শহরে প্রতিবাদ মিছিল করে সনাতনী নাগরিকবৃন্দ।

গাঁজা উদ্ধারে বড় সফলতা এসটিএফের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের গাঁজা পাচারে বড়সড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশ। এবারে বুধবার সকালে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, (এসটিএফ) ওই সফলতা পেয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফ কোচবিহার শহরের কাছে চকচকা সেতুর কাছে একটি বোলেরো গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালায়। গাড়ির ভেতর থেকে ৩৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। কাগজের প্যাকেটে মুড়ে ওই গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। ওই ঘটনায় রিকু হোসেন নামে তুফানগঞ্জের এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসটিএফ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক মূল্য ৯০ লক্ষ টাকা। গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কোচবিহার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, ওই অভিযান চালিয়েছে এসটিএফ। পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, গাঁজার কারবারের একটি প্রধান কেন্দ্র কোচবিহার। এখানে হাজার হাজার হেক্টর জমিতে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ হয়। পরে গাঁজা প্যাকেটবন্দি করে ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই কারবারের পেছনে রয়েছে একটি বড় চক্র। যাদের হাত ছড়িয়ে রয়েছে গোটা দেশে। চাষের শুরু থেকেই তার পিছনে লগ্নি করে ওই চক্রের সদস্যরা। তারপর তা বড় হলে প্যাকেট বন্দি করে ভিনরাজ্যে পাচার করা হয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থানে, গুজরাট থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কোচবিহারের গাঁজার চাহিদা রয়েছে। অতিরিক্ত টাকার আশায় ওই কারবারের কাজে জড়িয়ে পড়েছে তরুণদের একটি অংশ। মহিলাদের মাধ্যমেও গাঁজা পাচারের অভিযোগ রয়েছে। কয়েকজন মহিলা পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছে। এসটিএফের পক্ষে জানানো হয়েছে, গাঁজার কারবারের সঙ্গে যুক্ত আর কারা রয়েছে তাদের খোঁজে তল্লাশি জারি রাখা হয়েছে।

সুপ্রিম রায়, চাকুরিচ্যুত ছাব্বিশ হাজার, শুরু রাজনৈতিক তরজা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করল সুপ্রিম কোর্ট। ৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ পুরো প্যানেল বাতিলের রায় দিয়েছে। আদালত জানিয়েছে, পুরো প্রক্রিয়ায় কারচুপি করা হয়েছে। ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। আর তাত রেশ পড়েছে গোটা রাজ্যে। বাদ যায়নি কোচবিহার জেলাও। বহু স্কুল শিক্ষক সঙ্কটের আতঙ্কে ভুগছে। কোচবিহারের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, "আমার স্কুলের সাতজন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। এখন স্কুল চালাব কি করে সে কথা ভাবছি।"

সেই সঙ্গে রাজ্যের ২৬ হাজার চাকরি বাতিল করে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানিয়েছে, তিন মাসের মধ্যে

নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, যাঁরা অন্য সরকারি চাকরি ছেড়ে ২০১৬ সালের এসএসসির মাধ্যমে স্কুলের চাকরিতে যোগদান করেছিলেন, তাঁরা চাইলে পুরনো কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারবেন।

সেই সঙ্গে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি শেষ হয়েছিল। সব পক্ষের কথা শোনার পর রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন বিচারপতিরা। অবশেষে বৃহস্পতিবার সেই মামলার রায় ঘোষণা হল। ঘোষিত রায়ে বলা হয়েছে, যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব হয়নি। ২০১৬ সালের এসএসসি পেয়ে যাঁরা চাকরি করছিলেন, তাঁরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

২০১৬ সালের এসএসসি-র শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। কলকাতা হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত শুনানির পর ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিল করে দিয়েছিল। এর ফলে ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। গত ১০ ফেব্রুয়ারি শীর্ষ আদালতে শেষ হয়েছিল এই মামলার শুনানি। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট যে তালিকা প্রকাশ করে, তাতে বলা হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সকালে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। সেইমতোই ঘোষণা হল রায়। আর তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি বিজেপি ও বামেদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। তিনি চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে থাকবেন বলেও জানিয়েছেন। বিজেপি ও বামেরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায়।

কোরাম করে জয়ের হাসি রবীন্দ্রনাথের

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কোচবিহার পুরসভার বাজেট অধিবেশন ঘিরেও প্রকাশ্যে চলে এল রাজ্যের শাসক দলের দ্বন্দ্ব। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ডাকে সাড়া দিলেন না অধিকাংশ কাউন্সিলররা। অবশ্য কোরাম হওয়ার মতো কাউন্সিলর হাজির করে শেষ বাজি জিতলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই অধিবেশন দেখা গেল মাত্র ৯ জন কাউন্সিলরকে। যাদের মধ্যে আবার ২ জন বিরোধী বামেদের কাউন্সিলর। ১১ জন তৃণমূলের কাউন্সিলর অনুপস্থিত ছিলেন। দ্বন্দ্বের জেরেই ওই কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন না বলেই মনে করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কেন কয়েকজন কাউন্সিলররা উপস্থিত থাকলেন না তা বলতে পাচ্ছি না। তবে কোরাম হওয়ায় জন্য যে কয়জন প্রয়োজন তা ছিল। ১৯৩ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছি আমরা।" পুরসভা সূত্রেই জানা গিয়েছে, কোচবিহার পুরসভার ২০ জন কাউন্সিলর রয়েছে। তাদের নিয়ে ২৬ মার্চ, বুধবার ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বাজেট ও বোর্ড মিটিংয়ের ডাক দেয় পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে দীর্ঘদিন ধরে। দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ডাকা হয় না বলে অভিযোগ। আবার পাল্টা অভিযোগ, ডাকার পরেও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ একাধিক বৈঠকে উপস্থিত হননি। তা নিয়ে দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ২০ জন কাউন্সিলরদের মধ্যে কেউ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঘনিষ্ঠ, আবার

অনেকেই জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এদিনের বৈঠকে দেখা গেল ৯ নয় জন কাউন্সিলর। তাদের মধ্যে ৭ জন তৃণমূল কাউন্সিলর, ২ জন বামফ্রন্টের কাউন্সিলর। বাকি ১১ জন কাউন্সিলর অনপুস্থিত ছিলেন পুরসভার বৈঠকে তারাই অভিজিৎ গোষ্ঠী বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

এদিন অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, '২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কোচবিহার পুরসভার আয় ১৯৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। এই অর্থবর্ষের ব্যয়ের পরিমাণ ১৮৫ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। বাকি ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করা হল। অধিবেশনে উপস্থিত সবার সম্মতিক্রমে বাজেটটি পাস হয়েছে। এই বাজেটে মূলত আমরা, শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি।" পুরসভার এত গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে ১১ জন কাউন্সিলর উপস্থিত না হওয়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তারা কেন আসেননি আমার জানা নেই। তবে অধিবেশন করার জন্য যথেষ্ট কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন। ফলে আমরা অধিবেশনটি সম্পন্ন করেছি। বাকি ১১ জন কেন উপস্থিত হতে পারেননি বা তাঁদের কি অসুবিধা ছিল তা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।" উপস্থিতি না হওয়া কাউন্সিলরদের কয়েকজন অবশ্য সরাসরি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ২-নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উজ্জ্বল তর বলেন, "চেয়ারম্যান একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন। কারও সঙ্গে কোনও বিষয়ে আলোচনা করেন না। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজস্ব বৃদ্ধির করা হবে না বলে জানানোর পরেও চেয়ারম্যান তা করেছেন। আমরা ১৬ জন কাউন্সিলর মিলে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। তাই নতুন করে বৈঠকে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এদিন একাধিক কাউন্সিলরকে জোর করে নেওয়া হয়েছে।"

একনজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন আর কারা ছিলেন না: উপস্থিত- রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (চেয়ারম্যান), চন্দনা মহন্ত, পম্পা ভট্টাচার্য, মিনতি বড়ুয়া, শম্পা রায়, অভিজিৎ মজুমদার, মোস্তাক আহমেদ, বিরোধী দুজন মধুছন্দা সেনগুপ্ত ও দীপক কুমার সরকার। অনুপস্থিত: আমিনা আহমেদ (ভাইস চেয়ারম্যান), অভিজিৎ দে ভৌমিক, ভূষণ সিংহ, উজ্জ্বল তর, রেবা কুন্ডু, শুভজিৎ কুন্ডু, যুথিকা সরকার, মায়া সাহা, দিলীপ সাহা, শুভ্রাংশু সাহা, কমলেশ গোস্বামী।

পেট্রোল বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অবৈধভাবে পেট্রোল মজুতের অভিযোগে একটি দোকানে অভিযান চালালো কোচবিহার জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ২৫ মার্চ, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে টাকাগাছ এলাকায় অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দোকান থেকে ১৫০ লিটার পেট্রোল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই দোকান থেকে অবৈধভাবে পেট্রোল মজুত করে বেশি দামে তা বিক্রি করা হচ্ছিল। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য।

আলুতে নজর প্রশাসনের, কেনা হল হাজার কুইন্টাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আলু বিক্রিতে কৃষকদের যাতে কোনোভাবেই লোকসানে পড়তে না হয় সেদিকে নজর রাখছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের তরফে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, কোচবিহার জেলায় চার হাজার কুইন্টাল আলু কেনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই আড়াই হাজার কুইন্টালের উপরে আলু কেনা হয়েছে। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত বলেন, “এবারে আলুর বাজারদর ভালো রয়েছে। হিমঘরেও আলু রাখা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কোথাও আলুর দাম সামান্য কমলে সরকারিভাবে আলু কেনা হচ্ছে।”

জল নিকাশি নিয়ে ক্ষোভ সেবাদলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জল নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অফিসে ডেপুটেশন দিল জেলা কংগ্রেস সেবা দল। সম্প্রতি কোচবিহার সেবা দলের পক্ষ থেকে ওই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাদের অভিযোগ, ১৮ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডের জল নিকাশি ব্যবস্থা একদম ভালো নয়। অল্প বৃষ্টিতে নিকাশি উপচে জল রাস্তায় চলে আসে। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সে সময় উপস্থিত ছিলেন না। তার অবর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সেবা দল। অভিযোগ, কোচবিহার শহরের ১৮ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজন মহল্লা এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই অচল। ফলে নিকাশি নালাগুলোতে নোংরা আবর্জনা ভর্তি হয়ে আছে। এতে দূষণ ছড়াচ্ছে এলাকায়। তবে এতে প্রশাসনের কোন হুশ নেই বলেই অভিযোগ। কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সেবা দলের দাবি, দ্রুত এই নিকাশি নালা ব্যবস্থা সংস্কার করে এলাকা পরিষ্কার রাখতে হবে।

ডুয়ার্সের ওদলাবাড়ি ঘিস নদীতে ‘আশিকী থ্রি’ সিনেমার শুটিংয়ে কার্তিক আরিয়ান

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘিরে শুটিং চলছে জনপ্রিয় সিনেমা ‘আশিকী থ্রি’র। এই শুটিংয়ের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ওদলাবাড়ি ঘিস নদীতে উপস্থিত হন বলিউড সুপারস্টার কার্তিক আরিয়ান। একশন দৃশ্যের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত এই লোকেশনটি সিনেমার শুটিংয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান তার চরিত্রে এক বিপজ্জনক একশন দৃশ্যে অংশ নেন, যা দর্শকদের জন্য এক নতুন চমক নিয়ে আসবে। শুটিংয়ের সময় স্থানীয় দর্শকরা ঘিরে ধরেন এই তারকাকে এবং তার সান্নিধ্যে ফটো তোলার জন্য জমায়েত করেন। শুটিংটি ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং, কারণ ঘিস নদীর স্রোত এবং পাহাড়ি পরিবেশের মধ্যে একশন দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি করা ছিল এক কঠিন কাজ। তবে কার্তিক আরিয়ান তার অভিজ্ঞতা ও গুনের মাধ্যমে শুটিংকে সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এটি একটি বড় সিনেমার অংশ, যেখানে ভিন্ন ধরনের একশন, রোমান্স এবং মিউজিকের মিশ্রণ থাকবে, যা সিনেমাপ্রেমীদের জন্য রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতা হতে চলেছে।

সীমান্তে হামলা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভারতে ঢুকে লুঠের অভিযোগ উঠল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটার নাজিরহাট সীমান্তে। অভিযোগ, ভারতের এক বাসিন্দার জমির ফসল লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া একটি পাম্প মেশিন নিয়ে যাওয়া হয়। আরেকটি পাম্প মেশিন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তা নিয়ে ফেসবুকে সরব হন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বিএসএফের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। আর মন্ত্রীর সেই পোস্টের পরেই দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত সংলগ্ন নোটাফেলা এলাকায় গিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, গ্রামবাসী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন দিনহাটা মহকুমাশাসক বিধুশেখর, দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নীতিশ তামাং এবং দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধিমান মিত্র। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত ২১ মার্চ তারিখে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের নাজিরহাট-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটাফেলা ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ১৩ নম্বর গেটে কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে বেশ কিছু বাংলাদেশি দুষ্কৃতী। ভারতীয় নাগরিকদের কৃষি জমিতে তুলে রাখা আলুর বস্তা অবাধে লুঠ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সেই সময় ভারতীয় নাগরিকরা প্রতিবাদ করলে পুনরায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা একজোট হয়ে কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং জমিতে জলসেচে ব্যবহার করা জলের পাম্পে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই সাথে বেশ কিছু ভারতীয় চাষিকে মারধর করে এবং কান্দুরা বর্মন নামের একজন চাষিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ। গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের ফলে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভুট্টা ক্ষেত দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে গ্রামের বাসিন্দারা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে ফোন করেন। মন্ত্রী প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেয়। আর সে মতোই নাজিরহাট-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই এলাকায় পুলিশ আধিকারিক এবং ব্লক প্রশাসনিক আধিকারিকের উপস্থিতিতে মিটিং হয়। তার আগেই অবশ্য বিএসএফ ও বিজিবি’র (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) মধ্যে ফ্ল্যাগ বৈঠক হয়। এবিষয়ে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, “বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে দুষ্কৃতীদের নামের তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী আশ্বাস দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেবে।” বিডিও নীতিশ তামাংও বলেন, এলাকায় সরেজমিনে এসে স্থানীয়দের অভিযোগ শোনা হলো এবং প্রয়োজনীয় যা পদক্ষেপ নেওয়ার সেটা নেওয়া হবে।”

বেনারসের আদলে গঙ্গা আরতি শহর জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ির সংলগ্ন মোহিতনগর গৌড়িহাটে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহব্যাপী বারুনী মেলা। এবারের মেলায় এক নতুন আধ্যাত্মিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে সনাতনী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধালু জনতা ঘরে ফিরছেন। প্রায় ৮৬ বছর ধরে ডাঙ্গাপাড়ার যমুনা নদীর উত্তর স্রোতে গঙ্গা স্নানে মেতে ওঠেন পুণ্যার্থীরা। গত দুই বছর ধরে ডাঙ্গাপাড়া মা শ্মশান কালী পুজো কমিটির উদ্যোগে বেনারসের আদলে গঙ্গা আরতির আয়োজন করা হচ্ছে। সপ্তাহব্যাপী মেলা ও গঙ্গা আরতির আয়োজনের শেষ দিন, ২ এপ্রিল, বুধবার সন্ধ্যায়, মেলা প্রাঙ্গণে উপচে পড়া ভিড় ছিল। বেনারসের গঙ্গা ঘাটের পবিত্র অনুভূতি হাতে পেয়ে খুশি ছিলেন দূর-দূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা। এবার, বেনারস থেকে আগত পাঁচজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত অংশগ্রহণ করেছিলেন এই সান্ধ্য আরতিতে। গঙ্গা আরতির মধ্য দিয়ে সনাতনীদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান বিশেষ পণ্ডিতরা, যারা বেনারস থেকে এসেছিলেন।

ফের বাইসন লোকালয়ে, এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের বাইসনের তান্ডবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি বুধবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার-১ নম্বর ব্লকের মোয়ামারি ও ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে একটি বাইসনকে এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আর তাতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কারণ দিন কয়েক আগেই ওই এলাকায় বাইসনের হামলায় এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়। এদিন এলাকায় বাইসনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাইসনকে দেখতে ভিড় জমান স্থানীয়রা। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও বন দফতরকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মাথাভাঙ্গা রেঞ্জের বন দফতরের কর্মীরা। পাতলাখাওয়া থেকেও বন দফতরের একটি দল সেখানে পৌঁছাতে। ঘন্টা তিনকের চেষ্টার পর ঘুম পাড়ানি গুলি দিয়ে বাইসনকে কাবু করে জলদাপাড়ার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। কোচবিহারের এডিএফও বিজন কুমার নাথ বলে, “কিছু কৃষি জমিতে ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া তেমন কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বাইসনটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।”

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ মোয়ামারি অঞ্চলের দোমুখা বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাইসনটিকে স্থানীয়রা দেখতে পান। তা দেখে স্থানীয়রা বেশ আতঙ্কে পরে যান। কিছুদিন আগে বাইসনের হামলায় প্রাণ যায় মোয়ামারি অঞ্চলের আবুবক্কর সিদ্দিক নামে এক যুবককে। সেই আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই ফের বাইসন লোকালয়ে আসে খাবারের খোঁজে। সেখানে ওই বাইসনটি দাপিয়ে বেড়ায় বিভিন্ন ধানের জমি, ভুট্টা ক্ষেতে, আলুবাড়িতে ওই এলাকার মানুষরা বাইসনকে দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করলে বাইসনটি সেখান থেকে ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতমাইল সংলগ্ন গিরিয়ারকুঠি এলাকায় চলে যায়। পরে সেখানেও বাইসনটি একটি ভুট্টা ক্ষেতে ঢুকে পড়ে। পরে স্থানীয় লোকজন খবর দেয় বন দফতর ও পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ও বন কর্মীরা এলাকায় ছুটে যান। পরে দীর্ঘ চেষ্টায় অবশেষ বাইসনটিকে ভুট্টা ক্ষেতে ঘুম পাড়ানি গুলি দিয়ে কাবু করে বন দফতরের কর্মীরা। পরে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হবে পাতলাখাওয়া রেঞ্জে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকাল থেকেই মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দোমুখা বাজার সংলগ্ন এলাকায় প্রথম দেখা যায়। স্থানীয় মানুষ যখন বাইসনটিকে দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করলে বাইসনটি সেখান থেকে বেরিয়ে ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতমাইল সংলগ্ন গিরিয়ারকুঠি এলাকায় চলে যায়। মানুষ খুব আতঙ্কিত রয়েছে বলে জানান তিনি।

এসইউসিআইয়ের ডাকে আইন অমান্য হল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এসইসিআইয়ের ডাকে আইন অমান্য আন্দোলন ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। ৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এসইউসিআই মহকুমাশাসকের দফতরের সামনে আইন অমান্য হয়। অভয়ার ন্যায়বিচার, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিল, সার, বীজ কীটনাশকের কালোবাজারি বন্ধ, খুন, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোচবিহারে গণ আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেয় এসওসিআই। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এসইউসিআই-র ডাকে আজ রাজ্য জুড়ে গণ আইন অমান্য আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোচবিহার মহকুমাশাসকের দফতরের সামনে ব্যারিকেড ভেঙে আইন অমান্য সফল করা হয়। কোচবিহার জেলা সম্পাদক তথা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শিশির সরকারের নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা আইন ভেঙে গ্রেফতার বরণ করেন। পুলিশ পর্যাপ্ত গাড়ির ব্যবস্থা করতে না পারায় দলীয় কর্মীরা পায়ে হেটে মিছিল করে কোচবিহার পুলিশ লাইনে আন্দোলনকারী গ্রেফতার বরণ করেন। আইন অমান্য আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য অসিত দে, মনি নন্দি, নেপাল মিত্র সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বেলা ১২ টায় স্থানীয় রাজা রামমোহন রায় স্কোয়ারে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রুহুল আমিন। দলের নেতৃত্ব বলেন, “কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারই আজ জনগণের কোনো সমস্যায় নজর না দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করছে। আজ সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ এসএসসি পুরো প্যানেল বাতিল করলো, যেখানে যোগ্য শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদেরও চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, যা অত্যন্ত নিন্দার। আমরা দাবি করছি, যোগ্য শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের চাকরিতে বহাল রাখতে হবে।” সেই সঙ্গে ৭৪৮ টি জীবনদায়ী ওষুধের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করতে হবে। সমস্ত বেকারের চাকরি, নারী নির্যাতন বন্ধ, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম প্রদান সহ স্থানীয় স্তরে অবিলম্বে ফাঁসিরঘাট ব্রিজ নির্মাণের ব্যবস্থা, বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ এবং জেলার সমস্ত হাসপাতালের যে দুরাবস্থা তার প্রতিকারের দাবিতেই আজকের আইন অমান্য।

ভারত বিরোধী মন্তব্যের জের, এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভারতে ঢুকে ভারত বিরোধী মন্তব্য করার জেরে এক বাংলাদেশিকে আটক করেন স্থানীয় মানুষজন। পরে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা সেখানে পৌঁছে ওই বাংলাদেশিকে আটক করে ফের বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ওই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায় ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট লাগোয়া এলাকায়। বাংলাদেশী ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ আজাদুর রহমান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তার ছেলে ভারতে পড়াশুনা করে। ছেলের পরীক্ষা শেষ। তাই ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরবেন ভেবে দিন কয়েক আগে মঙ্গলবার কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন ওই ব্যক্তি। ভারতে প্রবেশ করেই ভারত-বিরোধী মন্তব্য করেন ওই বাংলাদেশী। ওই ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকা। পরে স্থানীয় গাড়ি, টোটো চালকদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে আটক করে। এই পরিস্থিতির পরে তাঁকে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে এনে এফআরও ভিসা বাতিল করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, এদিন মহম্মদ আজাদুর রহমান নামে এক বাংলাদেশী চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে আসেন। ওই বাংলাদেশী ব্যক্তি চ্যাংরাবান্ধার জিরো পয়েন্ট ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ঝামেলা তৈরি করছেন, পরে পুলিশ গিয়ে তাকে থানায় নিয়ে যান। পরে ওই ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ওসি ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট সিবিডির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান তিনি।"

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক মহম্মদ আজাদুর রহমান নামে ওই ব্যক্তি ভারতে প্রবেশ করেন। তার ছেলে ভারতে পড়াশোনা করেন। ছেলের পরীক্ষা শেষ। সেই কারণে তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এদেশে এসেছিলেন তিনি। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে এদেশে প্রবেশের পর শিলিগুড়িতে যাওয়ার কথা গাড়ির চালকদের বলেন আজাদুর রহমান। সেই সময় গাড়ি নিয়ে সমস্যায় পড়েন তিনি। তখনই তিনি মেজাজ হারিয়ে ভারতের উদ্দেশে অশ্রাব্য মন্তব্য করতে থাকেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তখনই ওই বাংলাদেশীকে কোনও গাড়ির ড্রাইভার, টোটো, কেউ তোলেননি। এরপর সেই ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করে। তারপর এলাকাবাসী তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। তারপর তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

মেখলিগঞ্জ থানায় চালকরা অভিযোগ করে জানান, ভারতে এসে সামান্য গাড়ি নিয়ে বচসার শুরু করেন বাংলাদেশী নাগরিক আজাদুর রহমান। তারপর ভারতকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করেছেন। পরে তাঁকে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে এনে এফআরও ভিসা বাতিল করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। শুধু তাই নয়, স্থানীয়রা সেই ব্যক্তিকে ভুল স্বীকার করতে বলেন। তারপর আর পালানোর পথ না দেখে ওই ব্যক্তি ভুল স্বীকার করে নেন। এরপর বাংলাদেশ চলে যান।

ধ্বংসের পথে পুরসভার তৈরি ওয়ার্কিং উওম্যান হস্টেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রথমে ছিল বৃদ্ধাশ্রম। তারপর করা হল ওয়ার্কিং উওম্যান হস্টেল। বর্তমানে একেবারেই বন্ধ হয়ে পড়ে আছে গোটা ভবনটি। কোচবিহার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা পুরসভার এই পরিত্যক্ত ভবনটি বর্তমানে স্থানীয় মানুষের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এপ্রসঙ্গে জানতে চাইলে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'ওই বিল্ডিংটি নিয়ে এই মুহূর্তে আমাদের কোনও চিন্তাভাবনা নেই। কারণ স্থায়ী কর্মীর অভাবে পুরসভার বর্তমান অবস্থায় নতুন করে হস্টেলের মতো প্রতিষ্ঠান চালানো কোনওমতেই সম্ভব নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের নাগরিক পরিষেবা দেওয়া। আমরা সেদিকেই নজর দিচ্ছি। কর্মীসংকট মিটলে পরবর্তীতে চিন্তাভাবনা করা যাবে।' ১৯৯৫ সালে তৎকালীন পুরসভার পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছিল বৃদ্ধাদের জন্য এই ভবন। পরবর্তীতে এখানে থাকা-খাওয়া নিয়ে মাত্র দু'হাজার টাকার বিনিময়ে কর্মরত মহিলাদেরও থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে দেখাশোনা করার জন্য ১০ জন মতো কর্মী ছিল। কিন্তু অভিযোগ, তৈরি হওয়ার পর থেকে ওই ভবনটিতে কোনওরকম সংস্কার করা হয়নি। ফলে ছাদ ফেটে যেমন জল পড়ত, তেমনি ছাদের থেকে বড় বড় চাঁইও ভেঙে পড়ত মাঝেমধ্যে। সংস্কারের অভাবে বাথরুম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভূমিকম্পের জন্য দেওয়ালে ফাটলও ধরেছিল। এছাড়াও ওই সামান্য টাকায় রান্না খাওয়ার সমস্যা হত বলে মাঝেমধ্যেই অভিযোগ উঠত। এরপর করোনার পরবর্তীতে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় এই হস্টেলটি। বন্ধ হয়ে যাবার পরেও ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত নাইট গার্ড রাখা হয়েছিল। বর্তমানে একেবারেই ভগ্নপ্রায় অবস্থা ওই হস্টেলটির। একটি জায়গায় ছাদ ভেঙে গিয়েছে। দেওয়ালের বেশ কিছু জায়গায় গাছ শিকড় ছড়িয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে, দুই একটি ঘর কিছুটা ঠিক রয়েছে সেরকম কয়েকটি ঘরে রাখা রয়েছে পুরসভার জলের পাইপ সহ বিভিন্ন ধরনের বেশ কিছু জিনিসপত্র।

হস্টেলটির চারপাশ দিয়ে প্রায় ১৪টির মতো নারকেল গাছ, বেশ কিছু সুপারি গাছ সহ লাগানো হয়েছিল নানা ধরনের ফলের গাছ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ পুরসভার তরফ থেকে কোনওরকম নজরদারি না থাকায় ফলগুলো হওয়ার পর কে বা কারা সেগুলো পেড়ে নিয়ে চলে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার এক ব্যক্তি জানালেন, যখন এখানে হস্টেলটি ছিল তখন তাও সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বর্তমানে চারিদিকে জঙ্গল আর সাপখোপের আখড়া হয়ে গিয়েছে। সেই সুযোগে আবাসিকদের ব্যবহারের বিছানা থেকে শুরু করে চেয়ার টেবিল সহ বেশিরভাগ আসবাবপত্রই চুরি হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও রাত হলেই ওই চত্বরে শুরু হয় অসামাজিক কাজকর্ম, বসে নেশার আসর। তাই এলাকাবাসীর দাবি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভবনটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হোক।

ওই বিল্ডিংটি নিয়ে এই মুহূর্তে আমাদের কোনও চিন্তাভাবনা নেই। কারণ স্থায়ী কর্মীর অভাবে পুরসভার বর্তমান অবস্থায় নতুন করে হস্টেলের মতো প্রতিষ্ঠান চালানো কোনওমতেই সম্ভব নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের নাগরিক পরিষেবা দেওয়া। আমরা সেদিকেই নজর দিচ্ছি। কর্মীসংকট মিটলে পরবর্তীতে চিন্তাভাবনা করা যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে মদ বিক্রি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে মাদক বিক্রির ঘটনায় রেজিস্টারের পদত্যাগের দাবি চেয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। সম্প্রতি মঙ্গলবার সংগঠনের সদস্যরা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে'র নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মাদক বিক্রির ঘটনায় জড়িত রয়েছেন রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎ পাল। ফলে অবিলম্বে তার পদত্যাগের দাবি জানান তারা। দিন কয়েক আগেই উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন থেকে প্রচুর পরিমাণ মদ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। তারপরে সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রেজিস্ট্রার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। আজ তাকে কোচবিহার জেলা আদালতে তোলা হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে বলেন, "গোটা ঘটনার সাথে জড়িয়ে রয়েছেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎ পাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী। ফলে অবিলম্বে রেজিস্ট্রারের পদত্যাগের দাবি জানান। পরে উপাচার্যের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।"

বিএসএফের গুলিতে নিহত এক, খুনের অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিএসএফের গুলিতে এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটার গীতালদহ সীমান্তে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম জাহানুল হক (৩৫)। তার বাড়ি গীতালদহের মরাকুঠিতে। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা ১ নং ব্লকের গীতালদহ সীমান্তের ভোরাম পয়ন্তিতে। ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিএসএফের আধিকারিকরা ছাড়াও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পৌঁছেছেন। ওই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। শোকের ছায়া ছড়িয়েছে মৃতের পরিবার ও এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি সীমান্তে পাচারের সাথে যুক্ত ছিল। বুধবার রাতে সীমান্ত এলাকায় পাচারকারীদের সঙ্গে দেখা যায় তাকে। সেই সময় পাচারকারীদের বাধা দেয় বিএসএফ। বিএসএফ জওয়ানদের উপরে হামলা চালায় পাচারকারীরা। বাধ্য হয়ে সেই সময় পাচারকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বিএসএফ জওয়ানরা। আর তাতেই প্রাণ যায় ওই পাচারকারী যুবকের। যদিও ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মৃতের পরিবারের লোকজন।

তাদের দাবি, সে পাচারের সাথে যুক্ত নয়, তাকে রাতের অন্ধকারে বাড়ির পাশ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করেছে বিএসএফ। এদিন সকালে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন যে তাদের ছেলেকে বিএসএফ গুলি করে মেরেছে। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে চাপা উত্তেজনা।

মৃত জাহানুরের মা রিনা বিবি বলেন, "আমাদের সীমান্তের ওপারে সাড়ে তিন বিঘা জমি রয়েছে। সেই জমি চাষবাসের জন্য পরিবারের তিন জনের নাম সীমান্ত গেটের নথিভুক্ত করা রয়েছে। তাতে আমার স্বামী, আমি ও আমার ছেলে জমিতে চাষবাসের জন্য যেতে পারি। আমরা সকালে উঠে ভেবেছি ছেলে জমিতে জল দিতে গিয়েছে। পরে জানতে পারি আমার ছেলেকে বিএসএফ গুলি করে মেরে ফেলে রেখেছে সীমান্তে। পরে গিয়ে গিয়ে দেখে আমার ছেলে সেখানে পড়ে রয়েছে।" তিনি দাবি করেন, তার ছেলে পাচার কাজের সাথে যুক্ত নয়। সে ভিন রাজ্যের শ্রমিকের কাজ করত। গত ১৫ দিন আগে ইদের জন্য জাহানুর বাড়ি ফেরেন। পরিবারের অভিযোগ, জাহানুরকে বিএসএফ তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে খুন করেছে। ঘটনার তদন্ত দাবি করেছে তারা।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের কাছে বিএসএফ ক্রমশ বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। গতকাল রাতে বিএসএফের গুলিতে মারা গিয়েছে এক যুবক। সে যদি পাচারের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে তো বাইরে কাজ করতে যেত না। আর সে কি পাচার করেছে, পাচারের সামগ্রী কোথায়, তা তো বিএসএফ দেখাচ্ছে না। এসব মেনে নেওয়া যায় না।"

লটারি বিক্রেতার টাকার ব্যাগ চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লটারি বিক্রেতার টাকার ব্যাগ চুরির অভিযোগ উঠল। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাচারি মোড়ে। ওই ঘটনার খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিন দুপুরেও লটারির দোকান চালু করেন ফুলকুমারী বর্মন। তিনি লটারি দোকান খুলে টেবিলের নিচে একটি ব্যাগ রাখেন। সেই ব্যাগে টাকা ছিল। তারপর তিনি দোকানের আশপাশ ঝাড় দিয়েছেন। ঝাড় দেওয়া শেষ হলে তিনি গিয়ে দেখেন তাঁর টাকার ব্যাগটি নেই। ওই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে পুরো বিষয়টা জানার চেষ্টা করে ও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ফুলকুমারী বর্মন বলেন, টেবিলের নীচে টাকার ব্যাগ রেখে দোকানের সামনে ঝাড় দিচ্ছিলাম। মুহূর্তের মধ্যে দেখি টাকার ব্যাগটি নেই। ব্যাগে নগদ ১০ হাজার টাকা এবং বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ছিলো।" সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাই

নিমিষেই কিছু মানুষের জীবন উলটপালট হয়ে গিয়েছে। আদালতের রায়ে ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি চলে গিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছিলেন। অভিযোগ ছিল, এই চাকরি নিয়োগে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে। আর তার পরিণাম চোখের সামনে। এর মধ্যে যে যোগ্যরাও রয়েছেন তা অস্বীকার করছেন না কেউই। তাঁদের কেউ কাঁদছেন, কেউ বিমর্ষ। কিন্তু কিছুই করার নেই কারও। কারণ আদালতের রায় শেষ কথা। কিন্তু এমন একটা বিপর্যয় কি করে নেমে এল? এর জন্য প্রকৃত দোষী কারা তা নিয়েও কিছুটা চর্চা হওয়া প্রয়োজন। একজন শিশু জখম ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে দুর্নীতিগ্রস্ত, অপরাধী হয়ে জন্মায় না। সমাজ ব্যবস্থা তাকে ঠেলে দেয় অন্ধকার পথে। এই সমাজ ব্যবস্থাই দুর্নীতির কাঁকর ছড়িয়ে রেখেছে চারদিকে। আপনি যে পথেই হাঁটবেন দেখবেন দুর্নীতি ছেয়ে আছে। আপনি যে কোনও কাজে যে কোনও দফতরে যান দেখবেন দুর্নীতি হাত দিয়ে ইশারা করছে। এই ব্যবস্থায় গুটি কয়েক স্কুল শিক্ষকের চাকরি গেলেই গোটা রাজ্য বা দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে না। তা সবারই জানা। কিন্তু সেই সত্য বাক্য উচ্চারণ করার সাহস কারও নেই। সবাই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে কিছুটা আনন্দে মেতে উঠেছে। হ্যাঁ অবশ্যই এই রায় একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকব। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটা নজির হয়েও থাকবে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে যাতে এই পথে যেতে না হয়, সে জন্য পুরো সমাজটাকেই দুর্নীতি মুক্ত করা প্রয়োজন। আওয়াজ তুলুন তার বিরুদ্ধে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ মিঠুন রায়

গল্প

স্বার্থ

... শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত নিয়োগী

মুখভার করে স্কুল থেকে ফিরে কোনোরকমে ফ্রেশ হয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পপি ভাবল কতক্ষণে মনের ভাবটা প্রকাশ করবে। ঘরে তখন তো একা, আর একথা ফোনে কাউকে বলার মতোও নয়। অগত্যা পলাশ ফেরার অপেক্ষা। একটু ঘুমিয়ে নিতে চাইলেও মনের খচখচানিতে আর চোখ বন্ধ করতে পারল কোথায়! অস্থিরভাবে শুধু এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি দিল নরম বিছানায়।

সময় মতোই পলাশ ফিরল, ওকে চা-জল দিয়ে পপি নিজের মোবাইলের স্ক্রিনে আনমনা চোখ রাখল...ব্যাপারটায় পলাশের কেমন খটকা লাগল। পপি অন্যদিন পলাশের জামাকাপড় বাথরুমে গুছিয়ে রাখে, নরম সুরে সারাদিনের কথা জিজ্ঞাসা করে কিন্তু আজ কেমন যেন আনমনা! পলাশ কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে গেল, বের হলে পপি অপ্রস্তুত হয়ে বলল... "ও হো, তোমার জামাকাপড়ই তো রাখতে ভুলে গেছি, এ-মা,সরি সরি। আসলে মনটা ভালো নেই, জানো তো....." এবারে শুরু হল স্বভাবসিদ্ধ অনর্গল কথা....."জানো, আজ ফেরার পথে বকুলতলার মাঠে flower show-তে গেলাম কিন্তু মনটা ভালো হবে কি, উল্টে খারাপ হয়ে গেল।" পলাশ অবাক হয়ে তাকাল। "আসলে মণিদা ওর গাছের সারিতে হলিহকের ফুলগুলো রাখেইনি। প্রতিবছর শীতের শেষে আর বসন্ত জুড়ে, রোজ পূজোর ফুল কেনার সময় তো আমি ঐ ফুলটা কিনে ঘর সাজাই। তুমি তো দেখই। মরসুমি হলেও অজান্তেই ঐ ফুল মানে হলিহক খুব পছন্দের, আমার মনের সাথী হয়ে গেছে গো। আমাদের ঘরে থাকলে কতো রঙিন হয় ঘরটা, তাই না, বল। বছরের অন্য সময়টা তো অপেক্ষায় থাকি ওর জন্য।" পলাশ কথা থামিয়ে বলল..." তা তো জানি, কিন্তু তোমার আজকের ব্যাপারটা তো বুঝলাম না।"....." বলছি তো..... মনিদাকে বললাম, তুমি সব ফুল ফলের গাছ, বনসাই আনলে আর হলিহকের গাছ আনলে না, দাদা? বলেকি,"..... "দিদিমনি এবছর হলিহকগুলো ভালো হয়নি, বেশি ফুলও হয়নি। তাই আর আনলাম না। আমি যেদিন কোন কোন গাছ আনব ভাবছি, ঐ ৭/৮ দিন আগে, তখন আমার বৌ বলল", থাক যে গাছ সারাবছর এতো ফুল দেয় না, মাত্র দুইমাস ফোটে তার এতো কদর কেন বাপু! দু-তিনটে ফুলধরা গাছক'টা ওখানে না নিলেও চলবে। ভরা গাছগুলোকে নাও।" "আমিও ভাবলাম কথাটা মন্দ না, তাই তখন থেকে গাছটাতে তেমন সার-টার আর যত্ন না নেওয়াতে গাছক'টাও শুকিয়ে গেল গো".....শুনে না মাথাটা এত গরম হল, বললাম বাহ্, এত স্বার্থপর তোমরা! বসন্তকালে তোমার নার্সারি এতো আলো করে ফুলগুলো আর দু'দিন একটু ফুল কম, মরসুম প্রায় শেষ বলেই আজ আর তার কোনো কদর করবে না মনিদা? পরের বছর থেকে না ঐ ফুলগাছ আর তুমি লাগিও না। তুমি ফুল ধরালেও তোমার থেকে আমি নেব না। ঐ তো এখানে আরও দু'একজনকে দেখলাম এক দুটো হলেও তারা হলিহক এনেছে, ওরা তো যত্ন করল গো, আর তুমি যত্ন না করে ফোটা ফুলগুলোই ঝরিয়ে দিলে!"

"আর ঘুরে দেখলাম না জানো, তাড়াহুড়ো করে বাড়ির পথে রওনা দিলাম।" পলাশ বলল," কি আর করবে ওনার নার্সারি উনি বুঝবেন।" পপির উত্তর..." না ওনার ব্যাপার হলেও ওরা অমানবিক, শুধু ব্যবসায়িক বুদ্ধি নিয়ে চলে। গাছগুলোর প্রতি কতটা আন্তরিক আমার তো সন্দেহ হয়। আমরা রোজ টুকটাক একটু ফুল কিনে তাতেই মন ভরিয়ে রাখি, বারান্দার গাছের দু'একটা ফুল পাতাও তুলিনা... আর ওদের তো জীবন, পারিপার্শ্বিকটাই এই গাছপালাকে ঘিরে। এমন করে ভাবতে পারে, ছুঁড়ে ফেলতে পারে !!! জানিনা বাবা।"

পলাশ বলল.." আচ্ছা কাল তো রবিবার, তোমাকে নিয়ে যাব show-তে। অন্য কোনো মালীর কাছ থেকে কাল আমি কিনব ঐ হলিহক আর আবার পরের শীতের জন্য ওর সাথে কথা বলে আসব। এবার থেকে অফিস ফেরত আমিও তোমার পছন্দের নানা ফুল নিয়ে আসব মাঝে মাঝে। তুমি এতো ফুল ভালোবাসো পপি, এই ফুলের মতো মনটা নিয়েই আনন্দে বাঁচো, আমাকে সেই আবেগের দোসর করে নিও।"

প্রবন্ধ

আহা ! সম্পদ

... সোমালি বোস

শিবরাত্রীর সলতে মনে করে যাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা শুরু করেছিল রিনাদেবী আজ সেইই বুঝিয়ে দিল এ জীবনে কোন কিছুই চিরন্তন নয়। কেউই কারোর নয়। নিঃসন্তান দম্পতি রিনাদেবী ও অরুনবাবু অনেক ভাবনা-চিন্তা করে সর্বসম্মতিক্রমে বাড়ীর পুরোনো ভৃত্য ঝন্টুর মাতৃহারা ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়েছিল লেখাপড়া করে নিজ সন্তানজ্ঞানে। ঝন্টুও চোখের সামনে নিজের পুত্রের এত যত্নআত্তি দেখেছিল আপ্লুত। এভাবেই দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছিল ওদের সকলের। রিনাদেবী আদর করে ছেলেকে সোনা নামে ডাকলেও বিদ্যালয়ে নাম দিয়েছিলেন সম্পদ মজুমদার। নিজ পদবিতেই ভূষিত করেছিলেন মজুমদার দম্পতি ঝন্টুর ছেলেকে। আত্মীয় পড়শি সত্যটা জানলেও অপরিচিত মহলে সকলের কাছে সম্পদের পরিচিতি ছিল মজুমদার দম্পতির একমাত্র সন্তান হিসেবেই। ঝন্টুও এতে খুশিই ছিল। রিনাদেবী তার ছেলের এতটাই পরিচর্যা করতেন যে সম্পদের চেহেরা ছবি শুধু নয় আচার আচরণেও চলে এসেছিল আমূল পরিবর্তন যা সত্যিই হার মানাত অভিজাত ঘরানার যেকোন ছেলেমেয়েদেরও। নামী-দামী স্কুলে প্রথম থেকেই ভর্তি করেছিলেন রিনাদেবী তার প্রিয় সন্তানকে। আত্মীয় মহলে এ নিয়ে বরাবরই গুঞ্জন হতো, কিন্তু রিনাদেবী কখনই কর্ণপাত করেননি ওতে। যদিও সম্পদ লেখাপড়ায় বিশেষ ভালো ছিল না কিন্তু রিনাদেবী বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে জমানো পুঁজি খরচ করে ভালো কলেজ থেকে ছেলেকে এমবিএ পাশ করিয়ে আনলেন। এরপর ছেলের বাড়িতে থেকে পরিবারের কাছে থেকে কোনো চাকরি ভালো লাগলো না। সবার অমতে সম্পদ চললো ব্যাঙ্গালোরে ভালো কর্মসূত্রে। ঝন্টু পথ আগলে কত বোঝালো মালিক-মালকিনের অনেক বয়স হয়েছে বাবা, তুই ওদের ছেড়ে যাসনে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সম্পদ চলে গেল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। রিনাদেবী ও অরুনবাবু পথ চেয়ে বসে রইলেন। ঝন্টু ছেলের অকৃতজ্ঞতায় নিজেকে ক্ষমা করতে পারল না। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ঝন্টু নানা রোগাক্রান্ত হতে লাগলো। অবসরপ্রাপ্ত অরুনবাবু সীমিত পেনশনের টাকায় ঝন্টুকে রোগমুক্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু না ঝন্টুর বেঁচে থাকারই ইচ্ছে নেই। অনুতপ্ত ঝন্টু এখন আর মালিক-মালকিনের সামনেই আসতে চায় না লজ্জায়। সম্পদ প্রথম প্রথম রিনাদেবীর সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখলেও আজকাল আর ফোনও ধরতে চায় না। বিরক্ত হয়। রিনাদেবী ঝন্টুর অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলেন সম্পদকে, বারবার অনুরোধ করেছিলেন জন্মদাতা পিতাকে এসে দেখে যেতে, ছেলে উত্তরে জানিয়েছে এখন সময় নেই সাথে এও বলেছে এগুলো বার্ধক্যজনিত রোগ এখন হবেই। ছেলের জবাব শুনে রিনাদেবী একাকী খুব কান্নাকাটি করলেও অরুনবাবু বা ঝন্টু কাউকেই এসব জানাননি। আজকাল মজুমদার বাড়ির মানুষগুলোর মুখে হাসিও নেই, জিভে স্বাদও নেই। এদিকে ঝন্টু ধীরে ধীরে ওষুধ পথ্য সবই খাওয়া ছেড়ে দিল। এরপর বৃদ্ধ মজুমদার দম্পতি চিকিৎসকের পরামর্শে ঝন্টুকে হসপিটালে ভর্তি করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু প্রথম রাত্রিও পার হলো না ঝন্টু ইহলোক ত্যাগ করলো। রিনাদেবী অনেক চেষ্টা করেও সম্পদের সাথে যোগাযোগ করতে পারলেন না। বৃদ্ধ অরুনবাবু পাড়া-পড়শির সাহায্য নিয়ে দাহকার্য সারলেন। সকলের পরামর্শমতো অরুনবাবু মন্দিরে ঝন্টুর পারলৌকিক ক্রিয়াও সারলেন, কিন্তু ছেলে এলো না।

এসবের মধ্যেই মজুমদার দম্পতি পুরোনো ও ভবিষ্যৎ নানান কথা ভেবে মানসিক ও শারীরিকভাবে খুবই ভেঙে পড়তে লাগলেন। এতোবড় বাড়িতে দুটো মানুষ কেবলই পথ চেয়ে বসে থাকেন বৃথা আশায় যদি সম্পদ ফিরে আসে। রিনাদেবী মোবাইল বেজে উঠলেই ছুটে আসেন যদি ছেলের ফোন হয়, কিন্তু না সবই ভ্রম। একদিন ভোরবেলা বাথরুম যাবার মুহূর্তে অরুনবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রিনাদেবী পাড়ার ছেলেদের সাহায্য নিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন, সব দেখে-শুনে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু জানালেন সব শেষ হয়ে গেছে। ক্রন্দনরত রিনাদেবী ছেলেকে ডেকে পাঠাতে উদ্যত হলেন কিন্তু না আজও সম্পদ মায়ের ফোন ধরল না। অরুনবাবুর বন্ধুরাই দাহকার্য করলেন। একে একে দিন পার হল একাকী রিনাদেবী স্বামীর শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়া সারলেন। একে একে শ্মশান যাত্রীরা ফিরে যাবার পর, হঠাৎই রিনাদেবীর ফোন বেজে উঠল, ওপার থেকে সম্পদ বলতে লাগল মা আমি বিয়ে করবো তাই একটি ফ্ল্যাট দেখেছি, তোমরা এতোবড় বাড়ি দিয়ে কি করবে, বাড়ির অর্ধেকটা বিক্রি করে আমায় টাকা পাঠাও, আমার ফ্ল্যাট বুকিংয়ে লাগবে। রিনাদেবীর হাত থেকে মোবাইলটা মেঝেতে ঝপ করে পড়ে গেল, আর রিনাদেবী উদাত্ত গলায় চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন সত্যি এরাই কি বৃদ্ধ পিতামাতার "সম্পদ"!

উদ্বোধন হলো কোচবিহার পৌরসভার মূল প্রবেশদ্বার

শিলিগুড়িতে জঙ্গল থেকে উদ্ধার নাবালিকার দেহ! ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি উত্তরকন্যা কাছে রাস্তার পাশে একটি জঙ্গল থেকে এক নাবালিকার মৃত দেহ উদ্ধার। মৃত সেই নাবালিকা বয়স ১৪ বছর, ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং শিলিগুড়ি জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস স্কুলের ছাত্রী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা বান্ধবীদের সাথে বাড়ি থেকে তিনবাত্তি মোড়ে বিরিয়ানি খাবার নাম করে বেরিয়ে ছিল, তবে অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর মেয়ের বাড়ি না ফেরায় চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে পরিবারের লোকজন এরপর শুরু হয় মেয়ের খোঁজ। হঠাৎ সেই নাবালিকার বয়ফ্রেন্ড নাবালিকার পরিবারকে ফোন করে জানায় ওই নাবালিকার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানায়। পরে নাবালিকাকে মৃত অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে আসে। তারপর সেই নাবালিকাকে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে নাবালিকার পরিবার। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় এনজিপি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং নাবালিকার দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। তবে পরিবারের তরফে অভিযোগ নাবালিকার বয়ফ্রেন্ড নাবালিকার দেহ উত্তর কন্যার পার্শ্ববর্তী এক জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেছে। এবার প্রশ্ন কিভাবে মেয়ে উত্তরকন্যার পার্শ্ববর্তী সেই জঙ্গলে পৌঁছালো? তাহলে কে বা কারা তার এমন পরিণতি করল সেই ধোঁয়াশায় রয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

‘পুলিশ আইডল’ প্রতিযোগিতা কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ‘পুলিশ আইডল’ শীর্ষক এক প্রতিযোগিতার অডিশন অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার জেলা পুলিশ দফতরের কনফারেন্স হলে। সম্প্রতি কোচবিহারে ওই অডিশন হয়। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, নর্থ বেঙ্গল চ্যাপ্টার শীর্ষক ওই সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অডিশনে ১৮ জন অংশগ্রহণ করেন। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, জেলার বিভিন্ন পুলিশ কর্মীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ডিউটির মধ্য দিয়ে তারা কাটান। তাই তাদেরকে খানিকটা মনোরঞ্জন দিতে ওই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

ভোটার তালিকা নিয়ে বৈঠক করল তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে সভা করল কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। ২ এপ্রিল, বুধবার কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের পুন্ডিবাড়ি নেতাজি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ওই সভা। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের সব অঞ্চলের সভাপতি, বুথ সভাপতি, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যারা। কিছুদিন আগে নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতাদের বৈঠকে জেলায় জেলায় ভোটার তালিকায় ‘ভুতুড়ে’ ভোটার নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই ‘ভুতুড়ে’ ভোটার ধরতে কোর কমিটি ঘোষণা করে দেন। তারপর থেকে তৃণমূলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা দলীয় স্তরে ‘স্ক্রুটিনি’ শুরু করা হয়। কিছু জায়গায় ‘গরমিল’ পাওয়া গিয়েছে বলেও দলের দাবি। কোচবিহারে চার হাজারের বেশি ভুতুড়ে ভোটারের নাম উঠে আসে। তারপরেই তৃণমূলের ৩৬ টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের সঙ্গে এই বৈঠক করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বলা হয় একেবারে বুথ পিছু দলের প্রতিনিধি নিয়োগ করে অঞ্চলের তালিকা যাচাইয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার উপরে ব্লক কমিটিগুলি ও জেলা কমিটিও একজন করে বিশেষ সমন্বয়ক নিয়োগ করে এই গোটা কাজটি পরিচালনা করবে। সেই অনুযায়ী কোচবিহার জেলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের পুন্ডিবাড়ি নেতাজী ভবনে বিশেষ সভা করেন জেলা তৃণমূল। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের ২ নম্বর ব্লকের সব অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি, বুথ সভাপতি, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধানদের নিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনী নিয়ে একটি সভা করা হয়। তিনি বলেন, “আগামী দিনে তারা কিভাবে কাজ করবে সেই কাজগুলো তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো এবং আলোচনা করা হয় বলে জানান তিনি।”

ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ হল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মহিলা ভলিবল ২০২৪-২৫ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে। ২৬ মার্চ, বুধবার কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় মহালচাঁদ বৈদ মেমোরিয়াল ইন্টার ক্লাব মহিলা ভলিবল লিগ হয় রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে। ওই ভলিবল প্রতিযোগিতায় কোচবিহারে মোট সাতটি মহিলা দল অংশগ্রহণ করে। কোচবিহার শহরের পাশাপাশি বিভিন্ন মহকুমায় বেশ কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার জহর রায় জানান, জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় মহালচাঁদ বৈদ মেমোরিয়াল ইন্টার ক্লাব মহিলা ভলিবল চ্যাম্পিয়ানশিপ ২০২৪-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে। ওই প্রতিযোগিতায় মোট সাতটি মহিলা দল অংশগ্রহণ করেন।

পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ২৬ মার্চ, বুধবার কোচবিহার শহরের কর্মচারি ভবনে ওই সম্মেলন করা হয়। পেনশনার্সদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবিগুলিকে সামনে রেখে এদিনের ওই সম্মেলন থেকে আলোকপাত করা হয়। সংগঠনের দাবি, ষোলো দফা দাবি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। সেখানে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক-কর্মচারিদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণ, এমবিএসটিসিকে বেসরকারিকরণ ও শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা স্থায়ীকরণ না হওয়া পর্যন্ত ন্যূনতম বেতন ২৬ হাজার টাকা রাখার দাবি তোলা হয়। এদিনের ওই কেন্দ্রীয় সম্মেলনে ১৮০ জন প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্মেলন থেকে সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন মোহনবাঁশি বর্মন। সভাপতি করা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ অধিকারীকে।

ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলেন হরিহর দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান হরিহর দাস। ২৬ মার্চ, বুধবার রাজবংশী ভাষা একাডেমিতে উপস্থিত হয়ে নিজের দায়িত্বভার বুঝে নেন তিনি। এদিন তাকে সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন একাধিক সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন গবেষক ও পঞ্চানন বর্মা অনুরাগী গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ। তিনি রাজবংশী ভাষা একাডেমির সদস্য রয়েছেন। এছাড়াও ফুল দিয়ে তাঁকে ভাষা একাডেমির অন্য সদস্যরাও সংবর্ধনা জানান। দায়িত্ব নেওয়ার হরিহর দাস বলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। আগামীতে বোর্ড মিটিংয়ের মাধ্যমে আগামীদিনের কাজ ঠিক করব।” রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান পদে ছিলেন গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মণ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে বংশীবদন বর্মণকে সরিয়ে রাজবংশী ভাষা একাডেমি চেয়ারম্যান করা হয় হরিহর দাসকে। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে বরাবরই জড়িত ছিলেন হরিহর। তিনি কোচবিহার জেলা বিজেপির এসসির মোর্চার সভাপতির পদে ছিলেন। গত লোকসভা নির্বাচনের সময়েও কোচবিহারে তিনি তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার বিপক্ষে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের হয়ে প্রচার করেছিলেন। তারপরেই বংশীবদনকে ছেঁটে ফেলে হরিহরকে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান করায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান হরিহর দাস।

উত্তরকন্যা অভিযানে সামিলের ডাক দিয়ে প্রচার বাম যুব সংগঠনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: টিকিটের আদলে প্রচারপত্র ছাপিয়ে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করে একাধিক দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিল ডিওয়াইএফআই। আগামী ২৮ মার্চ সিপিএমের ওই যুব সংগঠনের ডাকে উত্তরবঙ্গ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। আর তা নিয়ে ২৬ মার্চ, বুধবার কোচবিহারের দিনহাটা স্টেশনে এক অভিনব প্রচার কর্মসূচি আয়োজন করল ডিওয়াইএফআই দিনহাটা লোকাল কমিটি। মূলত বেকারত্ব দূরীকরণ ও বিভিন্ন স্থানীয় দাবিতে আগামী ২৮ মার্চ ডিওয়াইএফআই-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি যে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে। ডিওয়াইএফআই’র নেতা শুভ্রালোক দাস বলেন, “রাজ্যের বেকার যুবসমাজকে স্থায়ী চাকরির দাবিতে রাস্তায় নামতে আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, দিনহাটা-২ ব্লকে ঘোষিত কলেজে স্থাপন, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে এমআরআই ও সিটি স্ক্যান পরিষেবা চালুর দাবি, উত্তরবঙ্গের একমাত্র সরকারি শারীরশিক্ষা মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া দ্রুত শুরুর দাবি, দিনহাটাকে আন্তর্জাতিক করিডর ঘোষণা এবং শিল্পকেন্দ্র গড়ার দাবি তোলা হচ্ছে।” একই সঙ্গে দিনহাটায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়ামের দাবিও তোলা হয়েছে। ওই দিন দিনহাটা স্টেশনে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ও আলিপুরদুয়ার-বামনহাট ডিএমইউ ট্রেনের যাত্রীদের হাতে ডিওয়াইএফআই কর্মীরা প্রচারপত্র বিলি করেন। ওই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা দিনহাটা লোকাল কমিটির সম্পাদক শুভ্রালোক দাস, সভাপতি উজ্জ্বল গুহ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আইন অমান্যের সমর্থনে প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে প্রচারে নামল এসইউসিআই। এসিউসিআই দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে আগামী ৩রা এপ্রিল রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় জনগণের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানের দাবিতে বিক্ষোভ ও আইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়েছে। ওই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ৩ এপ্রিল কোচবিহারে মহকুমাশাসকের দফতরের সামনে গণ আইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাকে সফল করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কোচবিহার শহরে একটি মিছিল সংগঠিত করা হয়। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কোচবিহার শহর লোকাল কমিটির উদ্যোগে ওই মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য নেপাল মিত্র। অবিলম্বে আরজি করের অভয়ার হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য, ফাঁসির-ঘাটে সড়ক সেতু নির্মাণ, তোর্সা বাঁধের বসবাসকারীদের পাট্টা প্রদান, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেকারদের কর্মসংস্থান সহ জনজীবনের অন্যান্য দাবিতে আগামী ৩রা এপ্রিলের গণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান দলের নেতৃবৃন্দ। ওইদিন বেলা ১২ টায় রাজা রামমোহন রায় স্কোয়ারে (ব্রাহ্ম মন্দির সংলগ্ন) জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হবে। সভা শেষে মিছিল শহর পরিক্রমা করে আইন অমান্যের উদ্দেশ্যে কাচারি মোড়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

দুটি নতুন গাড়ি নিয়ে ভারতীয় বাজারে নিসান

পোর্ট ব্লেয়ার: নিসান মোটর ইন্ডিয়া তাদের বিদ্যমান লাইনআপে একটি অল নিউ সেভেন-সিটার বি-এমপিভি লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। জাপানের ইয়োকোহামায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া গ্লোবাল প্রোডাক্ট শোকেস ইভেন্টে কোম্পানিটি ভারতে লঞ্চের জন্য নির্ধারিত দুটি নতুন পণ্যের প্রদর্শন করেছে নিসান। ২০২৫ অর্থবর্ষেই ভারতে এই দুটি পণ্য নিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। প্রথমটি হল পাঁচ আসন বিশিষ্ট সি-এসইউভি, যার বহির্ভাগ অল নিউ নিসান পেট্রোলের মতো করে বানানো, যা ভারতের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক এবং দ্রুত বর্ধনশীল সেগমেন্টে গাড়ির চাহিদা পূরণ করবে।

দ্বিতীয় পণ্যটি হল একটি অল নিউ সাত আসন বিশিষ্ট বি-এমপিভি, যা পেশীবহুল এসইউভির বৈশিষ্ট্য সহ একটি সি-আকৃতির গ্রিল বোল্ড ডিজাইন দিয়ে তৈরি। এটি নিসানের স্বতন্ত্র ডিজাইন ফিলোসফির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই নতুন বি-এমপিভি ২০২৫ অর্থবর্ষে লঞ্চ হওয়ার কথা রয়েছে, তারপরে পাঁচ আসন বিশিষ্ট সি-এসইউভি ২০২৬ অর্থবর্ষের শুরুতে লঞ্চ করা হবে।

নিসান মোটর ইন্ডিয়া ২০২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য বি/সি এবং ডি-এসইউভি সেগমেন্ট জুড়ে চারটি পণ্য বাজারে আনার লক্ষ্য নিয়েছে। কোম্পানিটি ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল বাজারে তার উপস্থিতি জোরদার করার, দেশীয় কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে।

ভারতে ইন-কার প্রোডাক্টসের ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করবে পায়োনিয়ার

কলকাতা: পায়োনিয়ার কর্পোরেশন, ভারতে ২০২৬ সালের মধ্যে গাড়ির ভেতরের সামগ্রীগুলি ম্যানুফ্যাকচারিং করা শুরু করার ঘোষণা করেছে। ২০২৩ সালে একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতে কোম্পানির উপস্থিতি আরও জোরদার হয়ে গেছে। এই কেন্দ্রের ফলে মোটরগাড়ি শিল্প প্রতি বছর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। "ক্রিয়েটিং দ্য ফিউচার অফ মবিলিটি এক্সপেরিয়েন্স" এর কর্পোরেট ভিশনের সাথে পায়োনিয়ার ক্রমাগত একটি সল্যুশন ওরিয়েন্টেড কোম্পানিতে পরিণত হচ্ছে, যার লক্ষ্য হল ভারত এবং জার্মানিতে গবেষণা ও উন্নয়ন সুবিধা গড়ে তুলে একটি বিশ্বব্যাপী খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। পায়োনিয়ার, জাপানের পরে ভারতকে সেরা বাজারগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করে। তারা স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে গাড়ির ভেতরের সামগ্রীর স্থানীয় উৎপাদন শুরু করে ভারতে একটি এন্ড-টু-এন্ড ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে। ফলে পায়োনিয়ার স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে, ডেলিভারির সময় কমিয়ে এবং দ্রুত বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান করে ভারতীয় গাড়ি নির্মাতাদের আরও ভালভাবে সার্ভিস অফার করতে পারবে। এই কৌশলগত সিদ্ধান্তের বিষয়ে পাইওনিয়ার কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও শিরো ইয়াহারা বলেন, "ভারতে, গাড়ির ভেতরের সামগ্রীগুলি ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করার ঘোষণা করতে পেরে আমরা আনন্দিত, যার মাধ্যমে আমরা স্থানীয় গাড়ি নির্মাতাদের আরও ভালোভাবে সার্ভিস দিতে পারব। আমাদের লক্ষ্য হল দ্রুত বর্ধনশীল ভারতীয় গাড়ি শিল্পের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে ওঠা। এই পদক্ষেপটি দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিকে আরও জোরদার করে তুলবে।" এই প্রসঙ্গে, পায়োনিয়ার ইন্ডিয়া ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনিকেত কুলকার্নি বলেন, "আমরা স্থানীয় মোটরগাড়ি নির্মাতাদের সাথে অংশীদারিত্ব করে বিস্তৃত পরিসর জুড়ে পণ্য এবং সার্ভিস দেওয়ার মাধ্যমে ভারতের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও বৃদ্ধি করেছি।" ভারত সরকারের "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগ এবং পায়োনিয়ারের বিশ্বব্যাপী গতিশীলতা কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পায়োনিয়ার ভারতে স্থানীয় উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলেছে।

গুয়াহাটিতে আসছে ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর, "প্লে এন-ভোগ" ধারণার সাথে

কলকাতা: গুয়াহাটিতে "প্লে এন-ভোগ" ইভেন্টের সাথে ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর ইতিমধ্যেই তার লেটেস্ট সংস্করণটি সমাপ্ত করেছে, যা এই শহরকে উন্নত ফ্যাশনের সাথে একটি প্লেগ্রাউন্ডে রূপান্তরিত করে। ফ্যাশন ট্যুরটি FDCI-এর সহযোগিতায়, গুয়াহাটিতে অসাধারণ প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারতের ডিজাইনার নীতিন বাল চৌহান, নটওয়ানের অভিষেক পাটনি এবং পবন সচদেবের হাত ধরে ফ্যাশন জগতে একটি বিপ্লব নিয়ে এসেছে। এই সাহসী, এবং উদ্ভাবনী কলেকশনগুলি প্রদর্শিত করে, এট-লেশারকে নতুয়ান করে কল্পনা করা হয়েছিল, যেখানে শো স্টপারের ভূমিকায় ঈশান খট্টরকে দেখা যায়। এই প্রদর্শনীতে ছিল অভিষেক পাটনির 'রেসার ০১' সংগ্রহটি ছিল, যা স্ট্রিটওয়্যারের সাথে রকস্টার চিকের মিশ্রণ ঘটায়। অন্যদিকে, পবন সচদেবার কালেকশন 'দ্য ডিস-অ্যালাইড' ঐতিহ্যবাহী ফ্যাশনকে নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলার সাথে ব্যাহত করে। নীতিন বাল চৌহানের চামুন্ডা কালেকশনটি হাতে আঁকা শিল্পকর্মের মাধ্যমে রাস্তার জন্য মধ্যযুগীয় বর্মের পুনর্কল্পনা করে। ঈশান খট্টর, কেআরএসএনএ এবং কর্মা-এর অপ্রচলিত রানওয়ে উপস্থাপনা অনুষ্ঠানটিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। পেরনড রিকার্ড ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার অফ গ্লোবাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, কার্তিক মহিন্দ্র জানান, "ইতিমধ্যেই, গুয়াহাটিতে শেষ হল 'প্লে এন-ভোগ'-এর ধারণার মাধ্যমে ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর, যেখানে দূরদর্শী ডিজাইনার এবং শোস্টপারদের মিশ্রনে যুগান্তকারী ফ্যাশন শোকেস করা হয়েছে। এই সংস্করণটি 'দ্য ওয়ান অ্যান্ড ওনলি' প্ল্যাটফর্মকে উদ্ভাবন এবং আইকনিক ডিষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত কেন্দ্রস্থল হিসেবে শক্তিশালী করেছে।" শোস্টপার ইশান খট্টর বললেন, "ফ্যাশন হলো আত্মবিশ্বাস, অভিব্যক্তি এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরার একটি মাধ্যম। ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুরের গুয়াহাটি শোতে হাঁটতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। এই শোয়ের প্রতিটি উপাদান ছিল সাহসী এবং নির্ভীক শৈলীর এক উদযাপন, যার অংশ হতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত।"

ভারতের ১৭০টিরও বেশি শহরে সম্প্রসারিত হল অ্যামাজন ফ্রেশ

বেঙ্গালুরু: অ্যামাজন ইন্ডিয়া ঘোষণা করেছে তাদের গ্রোসারি পরিষেবা অ্যামাজন ফ্রেশ (Amazon Fresh) এখন ১৭০টিরও বেশি নগর ও শহরে সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এই পরিষেবার প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালের তুলনায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এটিকে অ্যামাজন.ইন-এর (Amazon.in) দ্রুততম বিকাশমান বিভাগগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত করতে পেরেছে। গ্রাহকদের দুধ, শাকসবজি, ফলমূল, হিমায়িত খাদ্যপণ্য, শিশুদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, পার্সোনাল কেয়ার সামগ্রীসহ বিভিন্ন পণ্য আকর্ষণীয় মূল্যে সরবরাহ করছে অ্যামাজন ফ্রেশ। ১১,০০০-এর বেশি কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ফল ও সবজি সংগ্রহ করে এবং কঠোর ৪-স্তর বিশিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর গুণমান নিশ্চিত করা হয়। অ্যামাজন ফ্রেশ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর শ্রীকান্ত শ্রী রাম জানান, তাদের লক্ষ্য হল ভারতে অনলাইন গ্রোসারি কেনাকাটার অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ ও লাভজনক করে তোলা। নতুন সম্প্রসারণের ফলে গোরখপুর, চিত্তুর, অম্বালা, বিজয়ওয়াড়া-সহ একাধিক শহরের গ্রাহকরা এখন সুবিধাজনক স্লটেড ডেলিভারির মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন গ্রোসারি সামগ্রী কিনতে সক্ষম হবেন।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় তৈরী টয়োটার নতুন আরবান ক্রুজার টাইসর

শিলিগুড়ি: টয়োটা আরবান ক্রুজার টাইসর একেবারে একটি নতুন গতিশীল এসইউভি যা স্টাইল, উন্নত বৈশিষ্ট্য এবং কার্যক্ষমতা মিশ্রণ। যেসব গ্রাহকরা মর্যাদা এবং ব্যবহারিকতার উভয়ই সন্ধান করছেন তাদের জন্য এটি একটি আদর্শ পছন্দ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গাড়িটিতে ১.০ লিটার টার্বো, ১.২ লিটার পেট্রোল এবং ই-সিএনজি পাওয়ারট্রেন বিকল্প রয়েছে, যার প্রতিটির নিজস্ব অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি একটি অনন্য ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যার মধ্যে আছে ৫-স্পিড ম্যানুয়াল এবং ৬-স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশন। এর জ্বালানি দক্ষতা ম্যানুয়ালের জন্য ২১.৫* কিমি/লিটার থেকে শুরু করে অটোমেটিকের জন্য ২০.০* কিমি/লিটার পর্যন্ত।

টাইসর এক্সটেরিওর অ্যারোডাইনামিক ডিজাইনে তৈরী। অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য টাইসরে বডি ক্ল্যাডিং, একটি হাই মাউন্ট স্টপ ল্যাম্প এবং ইউভি কাট গ্লাসও রয়েছে। অন্যদিকে, এর প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়রে কেবিন আরামের সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ডুয়াল-টোন ড্যাশবোর্ড, ফ্যাব্রিক সিট, চামড়ায় মোড়ানো স্টিয়ারিং হুইল, বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং সহ অটোমেটিক ক্লাইমেট নিয়ন্ত্রণের সুবিধা। টয়োটা আরবান ক্রুজার টাইসর সম্পূর্ণভাবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তৈরী, যার মধ্যে রয়েছে ওয়্যারলেস চার্জার, প্যাডেল শিফটার, ক্রুজ কন্ট্রোল, চাবিহীন এন্ট্রি, স্মার্ট ইঞ্জিন পুশ-স্টার্ট/স্টপ সিস্টেম এবং স্টিয়ারিং হুইল-মাউন্টেড কন্ট্রোলের মতো বৈশিষ্ট্য। এমনকি গাড়িটিতে ওভার দ্য এয়ার (OTA) আপডেটের সুবিধাও রয়েছে।

৬টি এয়ারব্যাগ এবং একটি রিয়ার ডিফগারের মতো উন্নত সুরক্ষার সাথে গাড়িটি একেবারে অদ্বিতীয়, যার আধুনিক স্টাইল এবং প্রযুক্তি গাড়িটিকে এসইউভি বিভাগে টয়োটার উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

WRESTLEMANIA® 41-এর আগে নতুন চমকে WWE® সুপারস্টাররা

কলকাতা: WWE, TKO গ্রুপ হোল্ডিংসের অংশ, ইতিমধ্যেই সুপারসেলের সাথে একটি নতুন সহযোগিতার ঘোষণা করেছে, WWE সুপারস্টারদের নিয়ে একটি ইন-গেম ইভেন্টের শিরোনাম করার জন্য। এখানে সুপারসেলের একটি জনপ্রিয় মোবাইল গেম ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানস দেখানো হবে, যার আজীবন ডাউনলোড দুই বিলিয়নেরও বেশি। এই অংশীদারিত্বের ফলে, আনডিস্পিউটেড WWE চ্যাম্পিয়ন কোডি রোডস, রিয়া রিপলি, দ্য আন্ডারটেকার, বিয়াঙ্কা বেলায়ার এবং অন্যান্য সুপারস্টারদের ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানস-এর জগতে আইকনিক চরিত্রগুলি হিসেবে পুনর্কল্পিত করা হবে, যা লাস ভেগাসের অ্যালেজিয়েন্ট স্টেডিয়ামে WrestleMania 41-এ ম্যাচ স্পনসরশিপের মাধ্যমে শেষ হবে। ১ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানসে WWE সুপারস্টারদের দেখা যাবে, যেখানে WWE থিমের সাথে গেমপ্লে ইভেন্ট, কসমেটিক্স এবং ইস্টার এগস থাকবে। বিশ্বের সেরা ১০ শতাংশ খেলোয়াড়ের মধ্যে রোডসকে গেমটিতে "বারবারিয়ান কিং" হিসেবে পুনর্কল্পিত করা হবে। এর দীর্ঘকালীন "ওভারলর্ডরোডস" হ্যান্ডেলের অধীনে, রোডস লাইভ-অ্যাকশন লঞ্চ ভিডিওতে অভিনয় করেছেন, যেখানে খলনায়ক ধ্বংস এবং আধিপত্যকে কেন্দ্র করে একটি গেমপ্লে স্টাইল প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও, রয়েছেন "আর্চার কুইন" চরিত্রে রিপলি, "গ্র্যান্ড ওয়ার্ডেন" চরিত্রে আন্ডারটেকার, "রয়েল চ্যাম্পিয়ন" চরিত্রে বিয়াঙ্কা বেলায়ার, "মিনিয়ন প্রিন্স" চরিত্রে রে মিস্তেরিও, "পি.ই.কে.কে.এ." চরিত্রে কেইন, "ভালকিরি" চরিত্রে বেকি লিঞ্চ এবং "থ্রোয়ার" চরিত্রে জে উসো। এই বিষয়ে রোডস জানান, "আমি WWE-তে আমার উত্তরাধিকার বাজিয়ে রাখতে বছরের পর বছর ধরে কাজ করেছি, তবে এখন ফ্যানদেরকে জানার সময় এসেছে যে আমি আমার বেশিরভাগ ভিকট্রিগুলো কোথায় রেখেছি। ওভারলর্ডরোডস হিসেবে, আমি আমি সবসময়ই জয় করি। এটা রিংয়ে ন্যায্য খেলার বিষয় নয়, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে রাজত্ব করার কথা। ঠিক WrestleMania 41-এর মতোই, জয়ী হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই আমি সবসময়ই মাঠে নামি। আমি এই মুহূর্তটির জন্য দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করেছি, এবং এখন যখন এটি এসেছে, তখন আমাকে কেউ থামাতে পারবে না।" সকল আপডেটের জন্য, সোশ্যাল মিডিয়াতে (YouTube/Instagram/X/TikTok) "Clash of Clans" ফলো করুন।

বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের নতুন আইএপি ক্যাম্পেইন #SalaryWalaPlan'

কলকাতা: বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড #SalaryWalaPlan চালু করেছে, এটি একটি IAP প্রচারণা, যা "সিস্টেমেটিক উইথড্রয়াল প্ল্যান" (SWP) কে একটি কাঠামোগত আয়ের ধারা হিসেবে নতুন করে কল্পনা করেছে। এটি বিনিয়োগকারীদেরকে তাদের মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ থেকে নিয়মিত নগদ প্রবাহ তৈরি করতে এবং অবশিষ্ট অর্থ বিনিয়োগে করতে সাহায্য করে। প্রচারণার লক্ষ্য SWP সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারণা শুরু করেছে যেখানে এক দম্পতির অবসর পরবর্তী আর্থিক ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি ফিল্ম দেখানো হয়েছে। তাদের সন্তানরা জীবনের অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করে, যার ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে যায়। ছবিটি নগদ প্রবাহের জন্য একটি পদ্ধতিগত প্রত্যাহার, যা অবসর পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরে। চলচ্চিত্রটি দর্শকদেরকে কাঠামোগত, বিনিয়োগ-ভিত্তিক আয়ের মাধ্যমে আর্থিক স্বাধীনতার বিষয়ে বিবেচনা করতে উৎসাহিত করেছে, যা স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রদান করছে। এটি হাসির আনন্দ এবং আপেক্ষিকতা ব্যবহার করে দর্শকদের লিফটিংয়ের বিপরীতে পূর্ব-নির্ধারিত বিরতিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তোলন করতে উৎসাহিত করেছে। বন্ধন এএমসি-এর সিইও বিশাল কাপুর শেয়ার করেন, "আমাদের এই #SalaryWalaPlan প্রচারণার লক্ষ্য হল SWP সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো,এটি একটি সুশৃঙ্খল বিনিয়োগ পদ্ধতি। স্থির নগদ প্রবাহ খুঁজছেন এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য আমরা এগুলিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাই।" অন্যদিকে, গ্রে ইন্ডিয়ার চেয়ারপারসন এবং সিইও অনুশা শেঠি জানান, "আমাদের এই #SalaryWala পরিকল্পনা অবসর গ্রহণেকারী ব্যক্তিদের জন্য একটি স্বাধীন সমাধান প্রদান করে, যা ধারাবাহিক তহবিল প্রবাহের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার নিশ্চিত করে।"

পরিবর্তিত ঋতুতে আয়ুর্বেদের উপর ভিত্তি করে সুস্থতা বজায় রাখুন

কলকাতা: শীতকাল থেকে বসন্তকালে রূপান্তরিত হওয়ার সময় সঠিক ডায়েট বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়ে অসুস্থতার ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায় বিশেষ করে বাত, পিত্ত এবং কফ দোষগুলির ক্ষেত্রে। ফলে আয়ুর্বেদিকভাবে ঋতুগত ভারসাম্যহীনতা রোধ করতে ঘরে তৈরি ঘি, ভেজিটেবিল স্যুপ, মৌসুমি শাকসবজি এবং প্রোটিনের প্রাকৃতিক উৎস, যেমন এক মুঠো অ্যালমন্ড খাওয়া জরুরি। ৭ দিনের একটি পরিকল্পিত আয়ুর্বেদিক ডায়েট পুষ্টিকর, সুস্বাদু খাবার সরবরাহ করতে পারে এবং মৌসুমি অসুস্থতা প্রতিরোধ করতে পারে। তবে, মনে রাখা দরকার প্রত্যেকের শারীরিক ইমিউনিটি আলাদা, তাই নিজস্ব চাহিদার উপর ভিত্তি করে অ্যালমন্ড এবং তাজা সবজির সালাদ উপভোগ করুন। ঋতু পরিবর্তনের জন্য ডঃ মধুমিতা কৃষ্ণন সাত দিনের আয়ুর্বেদিক ডায়েট পরিকল্পনা শেয়ার করেন। প্রথম দিন, সকালে দই দিয়ে মেথি থেপলা, যা ভিটামিন বি২ এবং ম্যাগনেসিয়ামের উৎস। দুপুরের খাবারে পালং-পনিরের তরকারি, তাজা সবজির সালাদ এবং ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ড দিয়ে বাজরা রুটি। রাতের খাবারে ঘি, জিরা এবং কালো মরিচ দিয়ে রান্না করা মুগ ডালের খিচড়ি, যা ভাপানো বিটরুট এবং গাজরের সবজির সাথে খাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় দিন, ভাজা অ্যালমন্ড দিয়ে মশলা ওটস, রাজমা তরকারি দিয়ে জিরা ভাত, ভাজা পাতাযুক্ত শাক এবং লবঙ্গ এবং গোলমরিচের মতো উষ্ণ মশলা দিয়ে বাজরা খিচড়ি, যা বিটরুট রায়তার সাথে খেতে পারেন। তৃতীয় দিন, গরম অ্যালমন্ড যুক্ত দুধ, অ্যালমন্ড এবং ডুমুর দিয়ে ঘরে তৈরি মুয়েসলি, অথবা ঘি দিয়ে মোড়ানো গাজরের পরোটা। দুপুরের খাবারে চানা মশলা দিয়ে পুরো গমের রুটি, এক প্লেট মৌসুমি সবজির সালাদ এবং এক মুঠো অ্যালমন্ড। রাতের খাবারে ভাত দিয়ে গাজর-আদার স্যুপ এবং একটি সবজি ভাজা। চতুর্থ দিন, পুদিনার চাটনি দিয়ে বেসন চিল্লা, সর্ষে ভাজা ভাত, ভাজা শাকসবজি এবং ভাজা অ্যালমন্ড। রাতের খাবারে নারকেলের দুধ, কালো মরিচ এবং এলাচ দিয়ে তৈরি সবজি স্টু, যা স্ট্রিং হপার বা আস্ত গমের রুটির সাথে পরিবেশন করা হয়। পঞ্চম দিন, সকালের নাস্তায় গোলমরিচ এবং ঘি দিয়ে বাজরার উপমা।

দুপুরের খাবারে সবুজ মুগ ডালের তরকারি, ভাজা শালগম এবং গাজর এবং বাদামের সাথে গমের রুটি। রাতের খাবারে কালো মরিচ, জিরা এবং ঘি দিয়ে রান্না করা মিশ্র ডালের খিচুড়ি, হালকা মশলাদার বিটরুট রায়তা। ষষ্ঠ দিনে, সকালের নাস্তায় ঘি, গুড়, অ্যালমন্ড এবং এলাচ দিয়ে তৈরি উষ্ণ ক্ষীরা। দুপুরের খাবারে মশলাদার সজনে তরকারি, তাজা সবজির সালাদ এবং বাদামের গুঁড়োর কুকিজ সহ বাজরা রুটি। রাতের খাবারে পালং শাক এবং আস্ত গমের রুটি দিয়ে বেসন চিলা। সপ্তম দিন, সকালের নাস্তায় হলুদ ও কালো মরিচ দিয়ে রান্না করা পোহা, মেথি চানা সবজি দিয়ে গমের রুটি, একটি তাজা সালাদ এবং অ্যালমন্ড। রাতের খাবারে ভাজা শাক এবং ভাতের সাথে মিশ্র মসুর ডালের স্যুপ, যা ভালো ঘুমের জন্য ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ। সুষম খাবার তৈরির জন্য, ছয়টি স্বাদ সহ, ব্যক্তিগত চাহিদা অনুসারে খাবারগুলি কাস্টমাইজ করার পরামর্শ দেয় ডঃ কৃষ্ণন। এমনকি, এই আয়ুর্বেদিক ডায়েট প্ল্যান ফলো করলে হজম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ঋতুগত ভারসাম্যহীনতা সবটাই দূর হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তিনি।

অল নিউ ক্লাসিক ৬৫০: নতুন রূপে কালজয়ী আভিজাত্য

শিলিগুড়ি: রয়্যাল এনফিল্ড ভারতে ক্লাসিক ৬৫০ চালু করেছে, এটি একটি মাঝারি আকারের মোটরসাইকেল যা কালজয়ী আভিজাত্যের সাথে আধুনিক ডিজাইন এবং মোটরসাইকেল চালানোর চেতনার সাথে নান্দনিক কারুকার্যের মিশ্রণ করেছে। ক্লাসিক ৬৫০ রয়্যাল এনফিল্ডের ইতিহাসের সাথে গভীরভাবে ঐতিহ্যকে উদ্ভাবনের সাথে এবং মোটরসাইক্লিং এর অমলিন চেতনাকে একত্রিত করেছে। RE DNA -র সবচেয়ে বিশুদ্ধতম রূপ হইল রয়্যাল এনফিল্ড 'ক্লাসিক'যা একটি মার্জিত এবং অমিশ্রিত রূপে পাওয়া যাবে। এটি একটি অনবদ্য বংশপরিচয়, চিরন্তন কমনীয়তা, পুরানো দিনের আকর্ষণ এবং অটল চরিত্রের একটি মোটরসাইকেল হিসেবেও বিদ্যমান। এই নতুন ক্লাসিক ৬৫০ মূলত ক্লাসিক সিরিজেরই জ্যামিতি ধরে রেখেছে, যেখানে আছে ডুয়েল সিট, পিলিয়ন সিট ও র‍্যাক, যা বোল্টের সাহায্যে খুব সহজেই খুলে ফেলা যাবে। এছাড়াও রয়েছে স্বতন্ত্র টিয়ারড্রপ আকৃতির ফুয়েল ট্যাঙ্ক এবং রয়্যাল এনফিল্ডের সিগনেচার ন্যাসেল, যাতে নতুন এলইডি হেডল্যাম্প এবং 'টাইগার ল্যাম্প (পাইলট লাইট) বসানো হয়েছে। লঞ্চ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, আইশার মোটরস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং রয়্যালএনফিল্ডের সিইও বি গোবিন্দরাজন বলেন, "ক্লাসিক ৬৫০ শুধু একটি মোটরসাইকেল নয়, বরং সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ফ্রতিফলন, যা চমৎকার কার্জকরিতার সাথে জড়িত। আমাদের 650cc প্যারালাল টুইন প্ল্যাটফর্মের উপর নির্মিত, এই মোটরবাইকটি পরিমার্জন, সক্ষমতা এবং শক্তিশালী রাস্তায় অনন্য পারফরমেন্স প্রদর্শন করে। আমরা মোটরসাইকেল নির্মাণের সাথে সাথে আগামী প্রজন্মের জন্য বিশুদ্ধ মোটরসাইকেল চালনার সারমর্মকেও সংরক্ষণ করছি।" এটি ৪টি সুন্দর রঙ- ভাল্লাম রেড, ব্রান্টিংথর্প ব্লু, টিল এবং ব্ল্যাক ক্রোম- এর বিকল্পের সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে, যা এই বাইকের অনবদ্য কার্ভ আর লাইন -কে আরও বেশি করে ফুটিয়ে তোলে। এমনকি, ক্লাসিক এবং ক্লাসিক ট্যুরার থিমে তৈরি এই ক্লাসিক ৬৫০, অফিসিয়াল এক্সেসরিজ রাইডারদের তাদের বাইকটিকে নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করতে সাহায্য করবে যাতে রাইডিং অভিজ্ঞতা আরও ব্যক্তিগত এবং আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।

বিশ্ব জল দিবসে নটরাজ পাইপসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে যোগ সৌরভ গাঙ্গুলির

কলকাতা: পিই এবং ইউপিভিসি পাইপিং সলিউশনের শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী নটরাজ পাইপস ক্রিকেট কিংবদন্তি সৌরভ গাঙ্গুলিকে তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিশ্ব জল দিবসে কলকাতার তাজ বেঙ্গলে এক প্রেস কনফারেন্সে এই সহযোগিতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কোম্পানির লক্ষ্য এই সেক্টরে স্থিতিশীলতা এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন। এই উদ্যোগ 'বিকশিত ভারত' -এর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। নটরাজ পাইপস জল, পয়ঃনিষ্কাশন এবং গ্যাস পরিবহনের জন্য নিরাপদ, সীসা-মুক্ত এবং টেকসই পাইপিং সিস্টেম তৈরি করে থাকে। কোম্পানিটি তার উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণ করছে এবং এমডিপিই গ্যাস পাইপলাইনের ওপর কাজ করছে। সৌরভ গাঙ্গুলি এই সহযোগিতা সম্পর্কে তার উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। নটরাজ পাইপসের সিইও রোহিত আগরওয়াল ব্র্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বলেন, "আমাদের যাত্রা সর্বদাই প্রকৌশলগত উৎকর্ষতা এবং উদ্ভাবনের উপর নির্ভরশীল। সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে এই সহযোগিতা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আরও উন্নত ও টেকসই পাইপিং সমাধান নিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে।" নটরাজ পাইপসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হরি মোহন মারদা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলির উপর জোর দিয়ে বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে টেকসই জিনিস তৈরি এবং পরিকাঠামোগত বৃদ্ধির ওপর একসঙ্গে নজর রাখতে হবে। আমাদের লক্ষ্য ভারতের উন্নয়নের যাত্রাকে সমর্থন করে এমন অত্যাধুনিক, পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল পাইপিং সমাধান নিয়ে আসা।"

এডেলওয়েইস লাইফের গবেষণায় উঠে এল স্যান্ডউইচ প্রজন্মের নারীদের আর্থিক সমস্যার কথা

কলকাতা: স্যান্ডউইচ প্রজন্মের নারী, যাদের বয়স সাধারণত ৩৫ থেকে ৫৪ বছরের মধ্যে, তারা সন্তান এবং বৃদ্ধ বাবা-মা উভয়ের যত্ন নিতে গিয়ে আর্থিক চাপের সম্মুখীন হন। এডেলওয়েইস লাইফের সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুসারে, এই প্রজন্মের ৫০% নারী আর্থিক বিষয়ে বুঝতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন, যার ফলে তাদের সম্পদ তৈরিতে বাধা সৃষ্টি হয়।

গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায়শই মহিলারা তাদের পরিবারের দৈনন্দিন আর্থিক ব্যবস্থার প্রাথমিক পরিচালক হন, তবে অনেকেই এখনও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনার জন্য তাদের বাবা বা স্বামীর উপর নির্ভর করেন। এটি কাটিয়ে উঠতে, মহিলাদের আর্থিক সাক্ষরতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তাদের আর্থিক পরিকল্পনার দায়িত্ব নিতে হবে।

গবেষণা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মধ্যে উঠে এসেছে এই প্রজন্মের অর্ধেকেরও বেশি নারী মনে করেন যে তারা তাদের আর্থিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে পিছিয়ে আছেন। যার মধ্যে রয়েছে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, তাদের সন্তানের বিয়েতে অর্থায়ন, ভ্রমণ, ব্যবসা শুরু করা বা উচ্চ শিক্ষায় বিনিয়োগ। আর্থিক সাক্ষরতার অভাব তাদের সম্পদ সৃষ্টির যাত্রাকে প্রভাবিত করছে। ৩৮% মহিলা তাদের মিউচুয়াল ফান্ড অকালে বন্ধ করে দিচ্ছেন, ৩২% মহিলা ইক্যুইটি/স্টক তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন এবং ৩১% জীবন বীমা পলিসি ত্যাগ করছেন।

এই প্রজন্মের ৬১% মহিলা ক্রমাগত অর্থ ফুরিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন এবং ৬৪% মনে করেন যে তাদের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ ভবিষ্যতের জন্য কখনই যথেষ্ট নয়। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে স্যান্ডউইচ প্রজন্মের মহিলাদের তাদের আর্থিক জ্ঞান উন্নত করার এবং তাদের আর্থিক ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

পুকুরের মাটি খুঁড়তে গিয়ে লক্ষ্মী মূর্তি উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: পুকুর থেকে মাটি খুঁড়তে গিয়ে উদ্ধার হল লক্ষ্মী মূর্তি। মঙ্গলবার সকালে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝলঝলি গ্রামের গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরোনো একটি পুকুরে মাটি কাটার কাজ চলছিল। কাজ শুরু হতেই মাটির নিচ থেকে উদ্ধার হল প্রাচীন একটি লক্ষ্মী মূর্তি। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সেটি দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ। এরপরই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সেখানে ট্র্যাক্টরে করে মাটি ফেলার সময় শ্রমিকরাই প্রথম ওই লক্ষ্মী মূর্তিটি দেখতে পান। মূর্তিটির ওজন প্রায় পাঁচশো গ্রাম এবং ৫ ইঞ্চি লম্বা। উদ্ধারের পর মূর্তিটিকে দেখতে ভিড় জমান আশেপাশের বহু গ্রামের মানুষ। সুফল বর্মন জানান, এদিন কোদাল দিয়ে মাটি কাটতে গিয়ে তারাই প্রথম মূর্তিটি দেখতে পান। এরপর জল দিয়ে যত পরিষ্কার করা যাচ্ছে ততই মূর্তিটি সোনার মত চকচক করছিল। তা লক্ষ্মীর মূর্তি ছিল। আমরা মন্দিরে পূজা দেবো ভেবেছিলাম এরই মধ্যে পুলিশ এসে মূর্তিটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রহমত আলী জানান, এদিন পুকুরের মাটি খুঁড়তে গিয়ে লক্ষ্মী মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। মূর্তিটি সোনার না পিতলের তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এরপর পুলিশ এবং প্রশাসনে আধিকারিকরা মূর্তিটিকে নিয়ে যায়। মূর্তিটি আদতে কিসের তা প্রশাসনই ভালো বলতে পারবে।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতলে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিনের সংকট

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে এই মুহূর্তে প্রকট হয়েছে জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাকসিনের সংকট। আর তারফলে দূরদূরান্ত থেকে রোগীদের এসে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে এবং সেই সাথে চড়া দামে বেসরকারি ওষুধের দোকান থেকে কিনতে হচ্ছে জীবন রক্ষাকারী জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাকসিন। রোগীদের কথায় বেশ কিছুদিন থেকে ভ্যাকসিনের প্রয়োজনীয় সাপ্লাই নেই হাসপাতালে। এ বিষয়ে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সুপার রঞ্জিত মন্ডল জানিয়েছেন সংকট রয়েছে, তবে জেলা জুড়েই এই সংকট রয়েছে বিশেষ করে ব্লকের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে এই সংকট প্রবল থাকায় তার প্রভাব এসে পড়ছে মহাকুমার হাসপাতালে তবে যে পরিমাণ ভ্যাকসিন মজুদ ছিল তাতে শহরের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। যদিও মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্যাকসিনের চাহিদা থাকায় সংকট দেখা দিয়েছে।

পুকুর থেকে উদ্ধার মাথার খুলি ও হাড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুকুর থেকে উদ্ধার হল মাথার খুলি ও হাড়। সম্প্রতি কোচবিহারের দিনহাটার বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের রাখালমারি এলাকার একটি পুকুরে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। পরে বস্তা সহ মাথার খুলি ও হাড় উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। কিছুদিন আগে একই জায়গা থেকে এক ব্যক্তির মুন্ডুহীন দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছিল। তবে এই খুলি ও হাড় একই ব্যক্তির কিনা তা নিয়ে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়েছে দিনহাটায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বড় শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের রাখালমারি এলাকার বাসিন্দা মিঠুন দেবনাথের পুকুর থেকে মাথার খুলি ও হাড় উদ্ধার হয়েছে। এদিন স্থানীয়রা পুকুরপাড়ে একটি সন্দেহজনক বস্তা পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি মিঠুন দেবনাথকে জানানো হলে তিনি এসে বস্তাটি খুলে কিছু হাড় ও মাথার খুলি দেখতে পান। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে চলে আসে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। বস্তা সমেত বাজেয়াপ্ত করে হাড় ও মাথার খুলি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এক মাস আগেও ওই একই পুকুর থেকে বেশ কিছু হাড় পাওয়া গিয়েছিল। তবে সেগুলো মানুষের কিনা,তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বারবার এমন ঘটনা ঘটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কোচবিহার জেলার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, “এর আগে ওই পুকুরেই একটি পচাগলা মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। এবার উদ্ধার হওয়া দেহাংশ সেই মৃতদেহেরই অংশ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে এবং ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য উদ্ধারকৃত অংশ পাঠানো হয়েছে।”

জলে ডুবে মৃত্যু শিশু কন্যার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে দুই বছরের এক শিশু কন্যার। ২৯ মার্চ ওই ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা শহর সংলগ্ন খাটেরবাড়ি এলাকায় মানসাই নদীতে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের পাশাপাশি শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই শিশু কন্যার নাম অনু দাস (২)। ওই শিশু কন্যার মা ও বাবা ঘাস কাটতে যান। সেই সময় ওই শিশু কন্যা বাড়িতেই একাই ছিল। এদিকে বাড়ি ফাঁকা থাকায় শিশু কন্যা হাটতে হাটতে চলে যায় মানসাই নদীতে। এমনকি মানসাই নদীতে পড়ে তলিয়ে যায় সে। ওই শিশু কন্যার মা ও বাবা ঘাস কেটে বাড়িতে ফিরে এসে মেয়েকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। মানসাই নদীতে মাছ ধরার সময় কয়েকজনের নজরে আসে ওই শিশুর ভাসমান দেহ। শিশু কন্যার নিথর দেহ চোখের সামনে দেখতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তারা। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশও। যদিও পরবর্তীতে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ব্রাহ্ম মন্দির সংস্কারে ৪০ লক্ষ বরাদ্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সংস্কার হতে চলেছে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মমন্দির পার্কের। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কোচবিহার পুরসভার বাজেট অধিবেশনে পার্কটি সংস্কার করার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। শীঘ্রই ওই পার্ক সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কোচবিহারের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ওই ব্রাহ্মমন্দির পার্ক। শহরের প্রচুর কচিকাঁচারা বিকেলে ওই পার্কের সময় কাটাতে আসে। তবে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে পার্কটি। পাশাপাশি ওই পার্ক চত্বরেই রয়েছে হেরিটেজ স্থাপত্যের তালিকায় থাকা ব্রাহ্ম মন্দির। যার ফলে পার্কটির গুরুত্ব রয়েছে অনেকটাই। দীর্ঘদিন পার্ক বেহাল থাকায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। অবশেষে কোচবিহার পুরসভা পার্কটি সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি শহরবাসী।

জমি চাষ দুই পক্ষের সংঘর্ষে জখম ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জমি চাষ করাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে জখম হল ৬ জন। সম্প্রতি ঘটনাটি কোচবিহারের শীতলকুচি এলাকায়। ওই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বাসিন্দা মোসলেম মিয়াঁ তার জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করছিলেন। সেই ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করতে বাধা দেয় প্রতিবেশী রিয়াজুল মিয়াঁর পরিবার। ট্রাক্টর ফিরে চলে যায়। এরপর মোসলেম মিয়াঁ গরু দিয়ে জমি চাষ করতে শুরু করেন। এই চাষ করানোকে কেন্দ্র করে শুরু হয় দু-পক্ষের মারধর। ঘটনাস্থলে মারাত্মকভাবে জখম হয় দুপক্ষের প্রায় ৭ জন। এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ বেশ কয়েকটি লাঠি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। রিয়াজুল মিয়াঁর দাবি, জমিটি তাদের। সেই জমি দীর্ঘদিন ধরে জবরদস্তি দখল করে রয়েছে মোসলেম মিয়াঁ। জমি চাষের সময় তারা বাধা দেওয়ায় তাদের উপর হামলা করেন মোসলেম মিয়াঁর পরিবার। মোসলেমের পাল্টা দাবি, ওই জমি তাদের। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ইদ ঘিরে উৎসবে মাতল কোচবিহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ইদের উৎসবে মাতল কোচবিহার। সকালের নামাজের পর কোথাও বসল মেলা। কোথাও আলো দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল রাস্তা। এবারে রমজান মাসের ৩০ তম দিনে চাঁদ দেখা যায়। আর তারপরেই পালিত হয় ইদ। কোচবিহার জেলা জুড়ে মানুষেরা মেতে উঠবেন ইদে। সারাদিন ঘোরাঘুরি, আনন্দ, খাওয়া-দাওয়ার মধ্য দিয়ে পালিত হয় তাদের। এদিন কেউ নিজের বাড়িতে অথবা কেউ মসজিদে অথবা কেউ অন্যত্র ইদের নামাজ পড়েন। কোচবিহার ইন্ডোর স্টেডিয়ামেও ইদ উপলক্ষে নামাজ ও আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব শুরু হয়। এদিনের ওই উৎসবে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন কোচবিহারের পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি এদিনের এই অনুষ্ঠানে তাদের পাশে থেকে, আলিঙ্গন করে ইদের শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন। নামাজ শেষে দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, “সকল কোচবিহারবাসী রাজ্য ও দেশবাসীর সকল মুসলিম ভাই বোনেদের পবিত্র খুশির ইদের অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতি বছর এই কোচবিহার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই নামাজের আয়োজন করা হয়। ইদ হচ্ছে সম্প্রীতির উৎসব। মমতা ব্যানার্জি সবসময় বলে থাকে ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই আমরা বাংলাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব।

অসুস্থ দমকল কর্মীর সঙ্গে ডাক্তারের দুর্ব্যবহার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা অগ্নিকাণ্ডে আগুন নেভানোর কাজে যুক্ত অসুস্থ দমকল কর্মীকে চিকিৎসার জন্য দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা অভিযোগ উঠে হাসপাতালে জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। দমকল কর্মীর অভিযোগ তার সতীর্থরা যখন তাকে নিয়ে হাসপাতালে ইমার্জেন্সিতে আসে ঠিক সেই সময় দেবজিৎ ভৌমিক নামের এক চিকিৎসক তার চিকিৎসা না করে উল্টো তার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে এবং ইমারজেন্সি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়। ঘটনায় মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে। সাধারণ মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসপাতালে এসে বিক্ষোভ দেখায় ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। এমনকি সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ এলে তাদের সাথেও দুর্ব্যবহার করে

হাসপাতালের কর্তব্যরত ইন্দ্রজিৎ দাস নামে আরেক চিকিৎসক। গোটা ঘটনায় দিনহাটা হাসপাতাল সুপার রঞ্জিত মন্ডল দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, যে ঘটনা ঘটেছে এটা মেনে নেওয়া যায় না ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার অতি দ্রুত সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96